1833 সালের সনদ আইন

1833 সালের সনদ আইন, যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদকে আরও 20 বছরের জন্য পুনর্নবীকরণ করেছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। এটি শিল্প বিপ্লবের কারণে গ্রেট ব্রিটেনে সংঘটিত পরিবর্তনের পটভূমি থেকে এসেছে। 1833 সালের সনদ আইনটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 1813 সালের চার্টার অ্যাক্ট পুনর্নবীকরণের জন্য পাস করা হয়েছিল। লাইসেজ-ফেয়ার ধারণাটি শিল্প উদ্যোগের প্রতি সরকারের মনোভাব হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। লাইসেজ-ফেয়ার এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কর্তৃক গৃহীত মহাদেশীয় ব্যবস্থার কারণে চা এবং চীনের সাথে বাণিজ্য ছাড়া অন্যান্য বাণিজ্যের উপর কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্য শেষ হয়।

1833 সালের সনদ আইন একটি বাণিজ্যিক সংস্থা হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়; এটি শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক সংস্থা ছিল। এই আইনটি প্রদান করেছিল যে ভারতে কোম্পানির অঞ্চলগুলি সরকার কর্তৃক 'মহামহামহিম, তাঁর উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারীদের আস্থায় থাকবে।। 1833 সালের সনদ আইনটিকে ভারত সরকার আইন 1833 বা সেন্ট হেলেনা আইন 1833ও বলা হয়। 1833 WBPSC নোটের সনদ আইনের এই নিবন্ধটির মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা আসন্ন WBCS পরীক্ষার জন্য একটি বিস্তৃত পদ্ধতিতে বিষয়টি প্রস্তুত করতে পারে।

1833 সালের সনদ আইন কি?

1833 সালের সনদ আইনটি 1813 সালের সনদ আইনের একটি আপডেট সংস্করণ ছিল। এই সনদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কারণ এটি সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের ইঙ্গিত ছিল। এই সত্য দ্বারা এটি প্রত্যক্ষ করা যায় যে এই সনদটি বাংলার গভর্নর-জেনারেলকে ভারতের গভর্নর-জেনারেল পদে উন্নীত করেছিল ।
সেন্ট হেলেনা অ্যাক্ট 1833, যা 1833 সালের সনদ আইন নামে বেশি পরিচিত, এটি ব্রিটেন ভারতে জারি করেছিল। এই আইনটিকে সেন্ট হেলেনা অ্যাক্ট 1833 বলার কারণ হল যে সেন্ট হেলেনার একটি দ্বীপ ছিল, যা এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।
বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য চার্টার অ্যাক্ট 1833 এর প্রধান দিকগুলি দেখুন।

চার্টার অ্যাক্ট 1833 UPSC [WBCS এর জন্য ভারতের আধুনিক ইতিহাস নোট]	
দ্বারা প্রবর্তিত	ব্রিটিশ পার্লামেন্ট
1833 সালের সনদ আইনের উদ্দেশ্য	এটি একটি বাণিজ্যিক সংস্থা হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যক্রমের অবসান ঘটায়। এই আইনে ভারতে কোম্পানির অঞ্চলগুলিকে মহারানীর অধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

এই নামেও পরিচিত	ভারত সরকার আইন 1833 বা সেন্ট হেলেনা আইন 1833।
1833 সালের গভর্নর-জেনারেলের সনদ আইন	লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক
1833 সালের সনদ আইনের গুরুত্ব	ভারতের ব্রিটিশ উপনিবেশকে বৈধতা দেওয়া হয়। বাংলার গভর্নর-জেনারেলকে ভারতের গভর্নর-জেনারেল করা হয়। বেসামরিক কর্মচারী নির্বাচনের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ভারতীয় আইন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।
প্রভাবিত অঞ্চল	ভারতে ব্রিটিশদের দখলে থাকা অঞ্চলসমূহ

সনদ আইন 1833: বিধান এবং বৈশিষ্ট্য

1833 সালের সনদ আইন একটি বাণিজ্যিক সংস্থা হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। EIC শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক সংস্থা ছিল। এটি প্রদান করে যে ভারতে কোম্পানির অঞ্চলগুলি সরকার কর্তৃক 'মহামহামহিম, তাঁর উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারীদের আস্থায় থাকবে।

- এটি ভারতের ব্রিটিশ উপনিবেশকে বৈধতা দেয় এবং ইংরেজদের ভারতে স্বাধীনভাবে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়।
- এটি বাংলার গভর্নর-জেনারেলকে ভারতের গভর্নর-জেনারেল বানিয়েছিল এবং সমস্ত বেসামরিক ও সামরিক ক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পণ করেছিল। বোম্বে ও মাদ্রাজের গভর্নররা তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।
- লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হন।
- সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে গভর্নর-জেনারেলের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল। এমনকি কোম্পানীর বেসামরিক ও সামরিক বিষয়াবলীও গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।
- গভর্নর-জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য ছিল চারজন। চতুর্থ সদস্যের সীমিত ক্ষমতা ছিল। পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1784 প্রাথমিকভাবে এটি হ্রাস করেছিল।
- গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের ব্রিটিশ, বিদেশী বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত যেকেউ হোক না কেন ব্রিটিশ ভারতীয় অঞ্চলের সমস্ত লোক এবং স্থান সম্পর্কিত যে কোনও আইন সংশোধন, রদ বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা ছিল।
- গভর্নর-জেনারেলের সরকারকে বলা হত ভারত সরকার এবং কাউন্সিলকে বলা হত ইন্ডিয়া কাউন্সিল।

- পূর্ববর্তী সনদ আইনের অধীনে প্রণীত আইনগুলিকে প্রবিধান বলা হত এবং 1833 সালের সনদ আইনের অধীনে প্রণীত আইনগুলিকে বলা হত আইন।
- 1833 সালের সনদ আইন ভারত থেকে বেসামরিক কর্মচারী নির্বাচনের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা চালু করেছিল। এই আইনে বলা হয়েছে যে ভারতীয়দের কোম্পানির অধীনে কোনো স্থান, অফিস বা চাকুরি করতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।
- এই আইনে সুপারিশ করা হয় যে লন্ডনের হেইলি বিউরি কলেজের ভবিষ্যত সরকারি কর্মচারীদের ভর্তির জন্য একটি কোটা তৈরি করা উচিত।
- ভারতীয় আইন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমস্ত ভারতীয় আইনের কোড করার জন্য, যার প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন লর্ড মেকলে।
- 1833 সালের চার্টার অ্যাক্ট ভারতে খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেছিল এবং বিশপের সংখ্যা 3-এ সীলমোহর করা হয়েছিল। এটি ভারতে খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল।
- এই আইনটি ভারতে দাসপ্রথা প্রশমিত করার ব্যবস্থাও করেছিল। 1833 সালে ব্রিটেনে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং এর সমস্ত সম্পত্তি দ্বারা দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে।

সনদ আইন 1833: ত্রুটি এবং অপূর্ণতা

মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গভর্নর-জেনারেলের কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বাংলার গভর্নর-জেনারেলকে দেওয়া হয়। এই কাজটি তার উপর কাজের চাপের অতিরিক্ত বোঝা তৈরি করে।

- অতি-কেন্দ্রীকরণের এই বোঝা প্রায়শই সরকারকে কাউন্সিলে বিরত রাখছিল যে তারা জনসাধারণের সমস্যা সমাধানের জন্য সময় দিতেতে পারছে না।
- কাউন্সিলের সরকার সমগ্র ব্রিটিশ ভারত অঞ্চলের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়বদ্ধ ছিল, তাই বেশিরভাগ সময়, তারা স্থানীয় সরকারগুলির প্রয়োজনীয়তাগুলি পরিচালনা করতে পারত না কারণ তাদের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিনিধি ছিল না।
- এই অব্যবস্থাপনা প্রেসিডেন্সির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে, এবং তারা সুপ্রিম কাউন্সিল দ্বারা প্রণীত আইন সম্পর্কে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে শুরু করে।
- সর্বোচ্চ নেতা - বাংলার গভর্নর-জেনারেল নেতাদের অভাবের কারণে দূরবর্তী অঞ্চলগুলির উপর কার্যকরভাবে প্রশাসনী প্রয়োগ করতে সক্ষম হননি।
- যাইহোক, এক হাতে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করার এই কাজটি স্বৈরাচারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।